কাকলী হাফিজকে খুন করল কে?

বাংলা



WIZSUITE

খুনের রহস্য — যুক্তির ধাঁধা

কাকলী হাফিজকে খুন করল কে?

WizSuite

Copyright © 2026 by WizSuite.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the copyright holder, except for the use of brief quotations in a book review.

Names, characters, places, and incidents are products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons, living or dead, events, or locales is entirely coincidental.

Puzzle design & logic certification by WizardsEye — www.wizsuite.io

কপিরাইট © ২০২৬ WizSuite।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ কোনো আকারে বা কোনো মাধ্যমে—ইলেকট্রনিক কিংবা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ—পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা যাবে না। তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনরুৎপাদনও এর অন্তর্ভুক্ত। তবে বইয়ের পর্যালোচনায় সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

এই বইয়ে উল্লিখিত নাম, চরিত্র, স্থান ও ঘটনাবলি লেখকের কল্পনাপ্রসূত অথবা কাল্পনিকভাবে ব্যবহৃত। বাস্তব জীবনের কোনো ব্যক্তি (জীবিত বা মৃত), ঘটনা কিংবা স্থানের সঙ্গে কোনো ধরনের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ কাকতালীয়।

ধাঁধার নকশা ও যুক্তিগত নির্ভুলতা যাচাই:
WizardsEye — www.wizsuite.io

ধাঁধা যেভাবে সমাধান করবেন

এটি একটি যুক্তির ছক-ধাঁধা: প্রতিটি সূত্র একটি সত্য কথা, আর সব অতিথিকে বসানোর ঠিক একটিই উপায় আছে, যা একসঙ্গে সব সূত্র মেনে চলে।

প্রত্যেক অতিথি ঠিক একটি খোপে বসে — প্রতি সারিতে একজন, প্রতি কলামে একজন। প্রতিটি ধাঁধার পাতায় দেওয়া চিহ্নগুলো দেখায়, কোন খোপে বসা যায় আর কোনটিতে বসা যায় না।

সূত্রগুলো একে একে পড়ুন। কিছু সূত্র একজন অতিথিকে সরাসরি কোনো সারি, কলাম বা ঘরে বেঁধে দেয়। অন্যগুলো বলে আরেকজন অতিথি বা কোনো জিনিসের তুলনায় তার অবস্থান — সেগুলো দিয়ে আসন নিশ্চিত করুন বা বাদ দিন।

আন্দাজের কোনো দরকার নেই: শুধু সূত্র থেকেই যুক্তি দিয়ে প্রতিটি আসন বের করা যায়। আন্দাজ করতে শুরু করলে যে সূত্রগুলো আগেই ব্যবহার করেছেন সেগুলো আবার পড়ুন — সেগুলোর একটি প্রথমে যতটা মনে হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু বাদ দেয়।

শেষ প্রহরে হুমায়ুন সোহরাব

হুমায়ুন সোহরাবকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে আর মাত্র একজন ছিল।

কেস নম্বর ১

সহজ

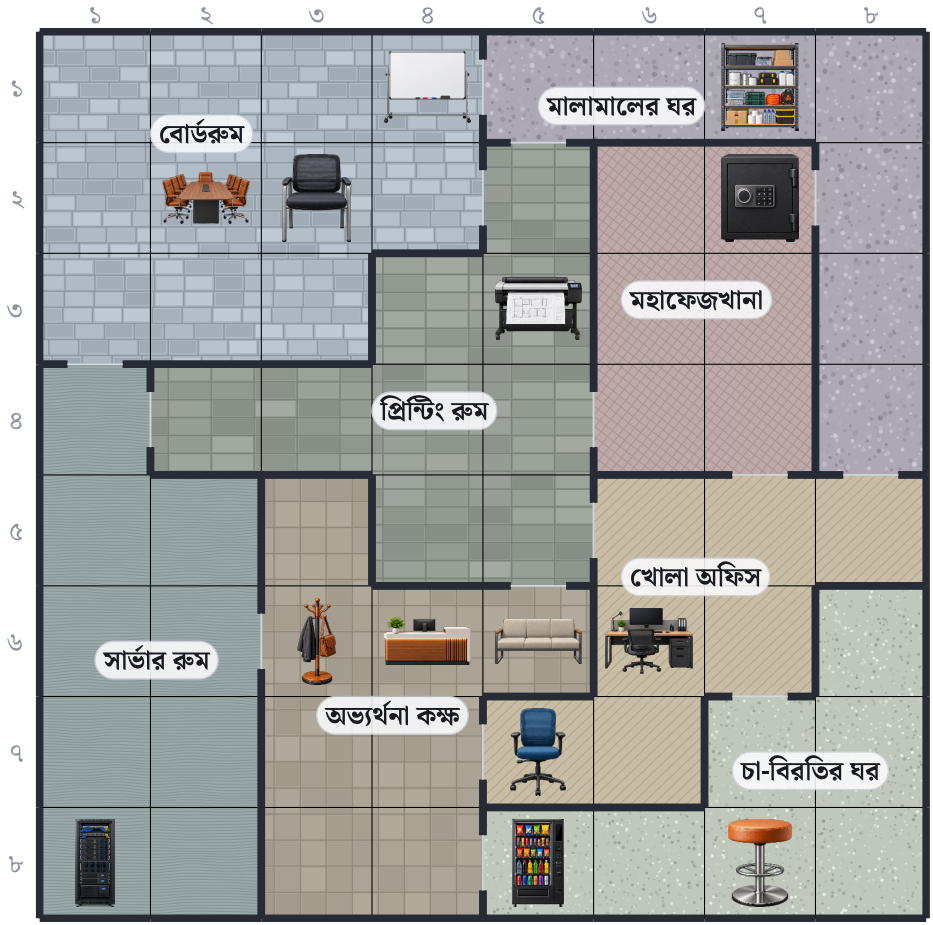
যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায় বসা যায় না

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর নিহতের ঘরটি দেখুন: সেখানে আর যে একজন ছিল, খুনটা তারই কাজ।



খুনির নাম _____



৫'৮"

হুমায়ুন সোহরাব

ঘরে আর একজন অতিথির উপস্থিতিতে খুন হয়। তার জায়গা ছিল বশিরের উত্তরে।



৬'০"

কিরণ ওবায়েদ

সে চা-বিরতির ঘরে গিয়ে বসেছিল।



৫'৯"

তামিম কিবরিয়া

মহাফেজখানায়ই সে বসেছিল।



৫'৬"

লিপি মুৎসুদ্দী

সে ৩ নম্বর সারিতে, ৩ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৫"

বর্ষা বশির

সে ৪ নম্বর সারিতে, ৮ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'০"

রুমা খাদেম

সে প্রিন্টিং রুমে বসে ছিল।



৫'১০"

আতিক হেলাল

সে অভ্যর্থনা কক্ষে থেকে গিয়েছিল।



৫'৭"

মণি হুদা

সে ৭ নম্বর সারিতে, ২ নম্বর কলামে বসেছিল।

সোহাগ জাভেদ: এক অদ্ভুত মৃত্যু

সোহাগ জাভেদ যখন মারা যায়, ঘরে আর মাত্র একজন ছিল।

কেস নম্বর ২

সহজ

যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর নিহতের ঘরটি দেখুন: সেখানে আর যে একজন ছিল, খুনটা তারই কাজ।



খুনির নাম _____



৫'৪"

মারিয়া বাহার

সে ঘুমানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ঘরে, ৮ নম্বর কলামে ছিল।



৬'০"

জাহাঙ্গীর আমজাদ

সে ৩ নম্বর সারিতে, ৩ নম্বর কলামে ছিল।



৫'১১"

নাফিস কাশেম

সে ২ নম্বর কলামে, বাইরের একটি দেয়াল ঘেঁষে বসেছিল।



৫'২"

সেলিনা এমদাদ

সে ২ নম্বর সারিতে, ৫ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৩"

শিলা মুকিত

তার আসন ছিল নকশার এক কোণে।



৫'৬"

মিনহাজ আফজাল

সে একবারও পড়ার ঘরের বাইরে যায়নি।



৫'৮"

সোহাগ জাভেদ

মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, ঘরে তখন আর একজন অতিথি ছিল।



৫'৭"

ফারহানা ফরহাদ

সে রান্নাঘরে রান্নাঘরের চেয়ারের ওপর বসেছিল।

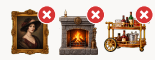
ফাতেমা মৃধা হত্যাকাণ্ড

ফাতেমা মৃধা মৃত। যে ঘরে লাশ পড়ে ছিল, সেখানে আর মাত্র একজন দাঁড়িয়ে ছিল।

কেস নম্বর ৩

মাঝারি

যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর নিহতের ঘরটি দেখুন: সেখানে আর যে একজন ছিল, খুনটা তারই কাজ।



খুনির নাম _____



৫'৪"

ফাতেমা মৃধা

মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, ঘরে তখন আর একজন অতিথি ছিল। তার জায়গা ছিল ভূঁইয়ার দক্ষিণে।



৫'১১"

রাকিব প্রামাণিক

তাকে ৬ নম্বর কলামে দেখা গিয়েছিল।



৫'৬"

সুমাইয়া হক

সে ৩ নম্বর কলামে, বাইরের একটি দেয়াল ঘেঁষে ছিল।



৫'৭"

সাদিয়া আক্তার

সে পড়ার ঘরে, ৪ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৮"

জাহিদ জামান

সে বিলিয়ার্ড ঘরে অপেক্ষায় ছিল।



৫'৩"

নাসরিন ভূঁইয়া

সে পাঠাগারে, ৮ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৫"

করিম সরকার

তাকে সপ্তম সারিতে দেখা গিয়েছিল।



৬'০"

ফাহিম খন্দকার

সে মদের ভাঁড়ারে, ৮ নম্বর সারিতে বসেছিল।

গর্ত খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে গোলমাল

পারভীন মোড়ল যখন মারা যায়, ঘরে আর মাত্র একজন ছিল।

কেস নম্বর ৪

মাঝারি

যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায় **বসা যায় না**

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর নিহতের ঘরটি দেখুন: সেখানে আর যে একজন ছিল, খুনটা তারই কাজ।



খুনির নাম _____



৫'৩"

পারভীন মোড়ল

খুন হয় এমন সময়, যখন ঘরে আর একজন অতিথি ছিল। তার জায়গা ছিল পাটোয়ারীর পশ্চিমে।



৫'৯"

বাবুল আনসারী

তাকে ৭ নম্বর সারিতে পাওয়া গিয়েছিল।



৫'৫"

রত্না পাটোয়ারী

তাকে বড় গোলাঘরে পাওয়া গিয়েছিল।



৫'৭"

দেলোয়ার মল্লিক

সে বড় গোলাঘরে, ৫ নম্বর সারিতে ছিল।



৫'৪"

শাহনাজ চাকলাদার

সে ৮ নম্বর সারিতে, ৬ নম্বর কলামে বসেছিল।



৬'১"

শফিক বেগ

সে ৩ নম্বর সারিতে, ৭ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৬"

রেহানা আজাদ

সে ৪র্থ কলামে বসা ছিল।



৫'১১"

ইমরান গাজী

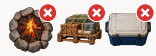
সে ৬ নম্বর সারিতে, ৩ নম্বর কলামে বসেছিল।

ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যান দিয়ে খুন

একা নয়: অনিক কুদ্দুস যে ঘরে লুটিয়ে পড়ে, সেখানে আর মাত্র একজন অতিথি ছিল।

কেস নম্বর ৫

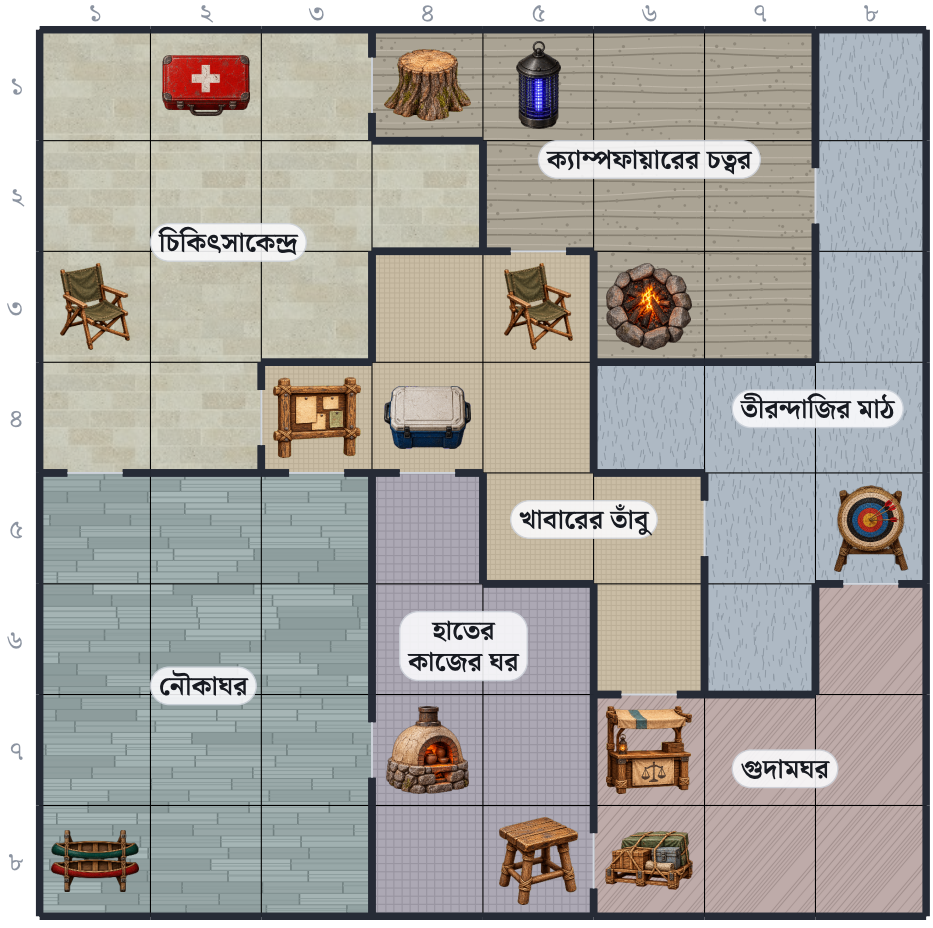
মাঝারি

যেভাবে সমাধান করবেন — বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর নিহতের ঘরটি দেখুন: সেখানে আর যে একজন ছিল, খুনটা তারই কাজ।



খুনির নাম _____



৬'১"

অনিক কুদ্দুস

ঘরে আর একজন অতিথির উপস্থিতিতে খুন হয়। তার জায়গা ছিল ফজলের পশ্চিমে।



৫'৩"

তাহেরা জামাল

তাকে সপ্তম সারিতে পাওয়া গিয়েছিল।



৫'১১"

মোস্তাক রেজা

সে সন্ধ্যাটা ক্যাম্পফায়ারের চত্বরে কাটিয়েছিল।



৫'৪"

শাহীনা আজিজ

সে গুদামঘরে, নকশার এক কোণে ছিল।



৫'৫"

নাজমুল ফজল

সে ৩ নম্বর সারিতে, ৩ নম্বর কলামে বসেছিল।



৫'৬"

শিউলি আউয়াল

সে তীরন্দাজির মাঠে আসন নিয়েছিল।



৫'৮"

নাহিদ সাত্তার

সে হাতের কাজের ঘরে গিয়ে বসেছিল।



৫'৯"

নাসিমা মতিন

সে খাবারের তাঁবুতে, ৬ নম্বর সারিতে বসেছিল।

রুটি কাটার ছুরি দিয়ে খুন

রাসেল তরফদার যেখানে লুটিয়ে পড়ে, রুটি কাটার ছুরিটি সেখানেই পড়ে ছিল। কেউ একজন ওটা সেখানে বয়ে এনেছিল।

কেস নম্বর ৬

কঠিন

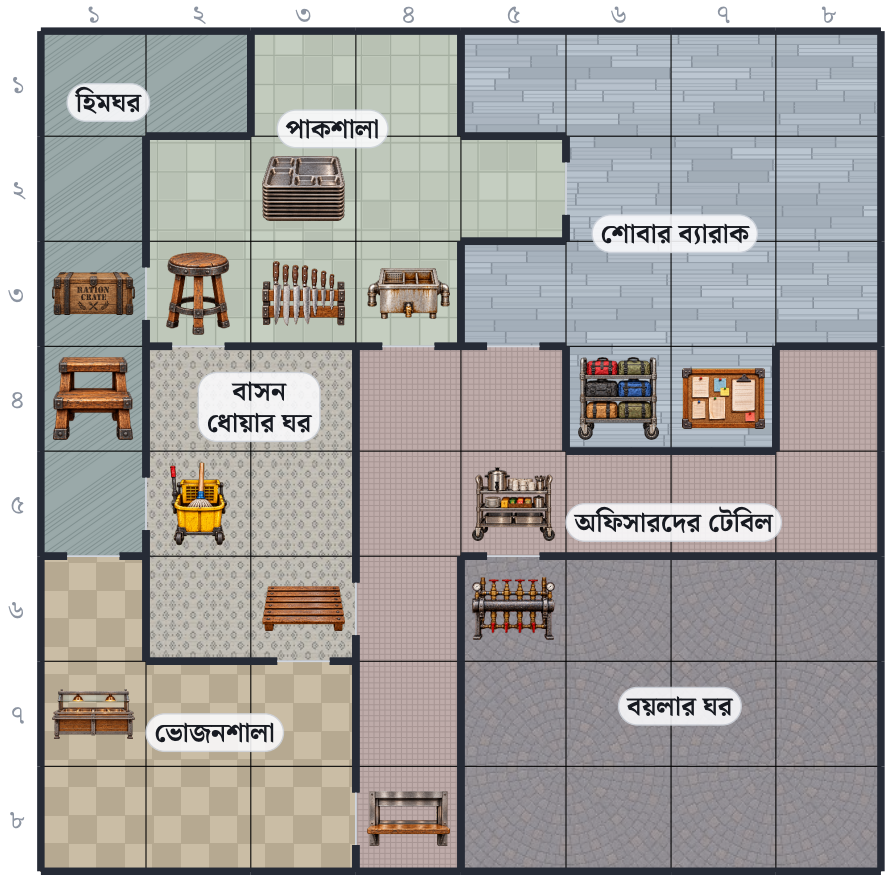
যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর ঠিক করুন, রুটি কাটার ছুরিটি কার হাতে ছিল। আসনের ছক তা বলে দেবে না।



খুনির নাম _____



৫'৭"

রাসেল তরফদার

খুনটা করা হয় রুটি কাটার ছুরিটি দিয়ে। তার জায়গা ছিল ইমামের উত্তরে।



৫'৮"

মারুফ ইমাম

সে শোবার ব্যারাকে, জোয়ার্দারের পশ্চিমে বসেছিল।



৬'১"

ইমন আহসান

তার আসন ছিল বাইরের একটি দেয়ালের পাশে।



৫'৩"

আনোয়ারা ফেরদৌস

সে ৬ নম্বর কলামে, জোয়ার্দারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল।



৫'২"

জাকিয়া আশফাক

সে ২ নম্বর সারিতে, ৫ নম্বর কলামে, ইদ্রিসের পূর্বে ছিল।



৬'০"

আবির ইদ্রিস

সে ৩ নম্বর কলামে, আহসানের উত্তরে ছিল।



৫'৯"

বিপ্লব জোয়ার্দার

লম্বায় তৃতীয় অতিথি বয়লার ঘরে ছিল।



৫'৪"

জোবায়দা হায়দার

সে ২ নম্বর কলামে, ৮ নম্বর সারিতে থেকে গিয়েছিল।

প্রমাণ — কার কাছে কী ছিল

অ্যাপ্রনের ফিতা · চুলা পরিষ্কারকের কৌটা · বেলুন · ভারী ফ্রাইপ্যান · মাংস থেঁতো করার হাতুড়ি · মাংসের চাপাতি · মেসের টিনের বাটি · রুটি কাটার ছুরি

- অ্যাপ্রনের ফিতাটি ১ম সারিতে ছিল।
- রুটি কাটার ছুরিটি কখনো পাকশালার বাইরে যায়নি।

হাতের লাঠির তদন্ত

নীলা খায়ের মারা গেছে হাতের লাঠিটি দিয়ে। ওটা ছিল একজন অতিথির কাছে।

কেস নম্বর ৭

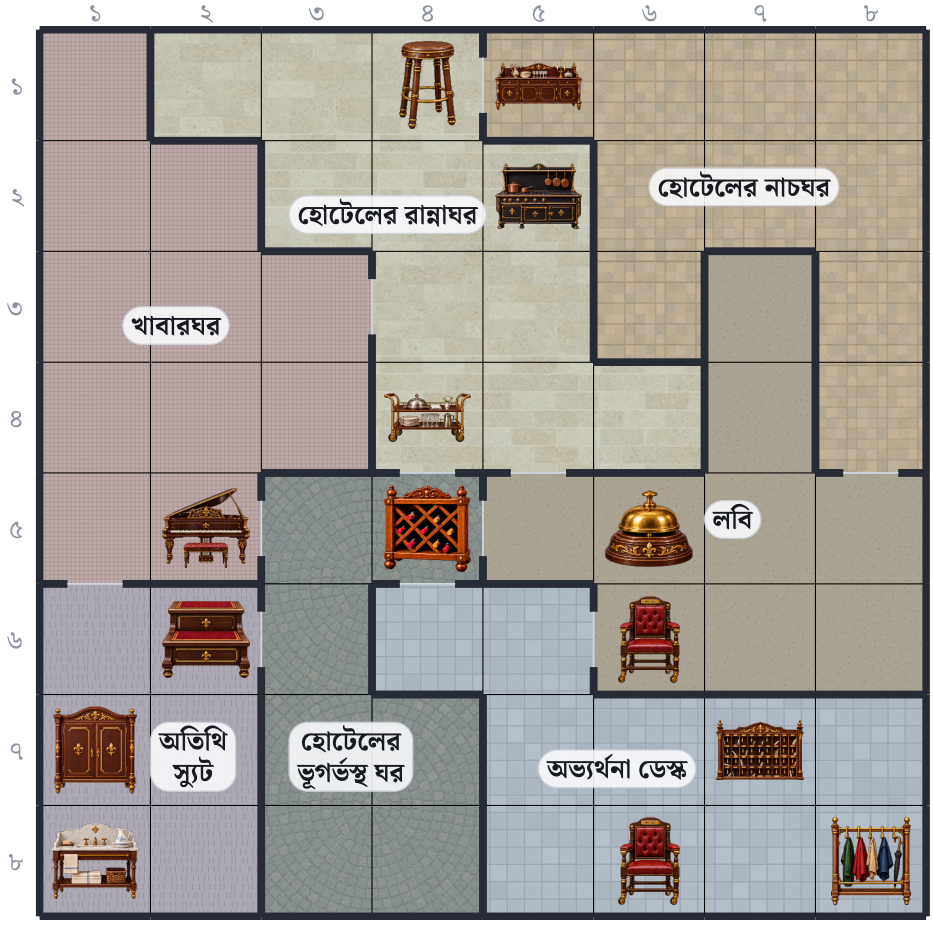
কঠিন

যেভাবে সমাধান করবেন বসা যায় বসা যায় না

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর ঠিক করুন, হাতের লাঠিটি কার হাতে ছিল। আসনের ছক তা বলে দেবে না।



খুনির নাম _____



৬'০"

শামীম শফি

তাকে ৩য় কলামে দেখা গিয়েছিল।



৫'৮"

মাহিয়া বাতেন

৫ম সারিতেই সে বসেছিল।



৫'১১"

পলাশ মোশাররফ

সে ১ নম্বর কলামে, খায়েরের উত্তরে বসেছিল।



৫'৬"

নীলা খায়ের

হাতের লাঠিটি দিয়ে খুন করা হয়।



৫'৯"

তাসনিম ওয়াজেদ

সে বাতেনের কোনাকুনি পাশের খোপে, তার পূর্বে, তার দক্ষিণে ছিল।



৫'৭"

নজরুল মনসুর

সে সবচেয়ে ছোট ঘরটিতে, তৌহিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে বসেছিল।



৫'৪"

আনিকা তৌহিদ

লম্বায় অষ্টম অতিথি অভ্যর্থনা ডেস্কে বসেছিল।



৫'৫"

ফাহিমা খুরশিদ

সে ৩ নম্বর সারিতে, ৫ নম্বর কলামে বসেছিল।

প্রমাণ — কার কাছে কী ছিল

ইথারের বোতল · ওক কাঠের দরজা-ঠেকনা · চিঠি কাটার ছুরি · ছবি ঝোলানোর তার · টুপির পিন · রেশমি মোজা · স্টিম ইস্ত্রি · হাতের লাঠি

- স্টিম ইস্ত্রিটি ৪ নম্বর কলামে ছিল।
- হোটেলের রান্নাঘরে কারও কাছে হাতের লাঠিটি ছিল।

টেপ ডিসপেনসার নিয়ে গোলমাল

সাবরিনা ইমতিয়াজ মারা গেছে টেপ ডিসপেনসারটি দিয়ে, ঘরে তখন সাক্ষী ছিল।

কেস নম্বর ৮

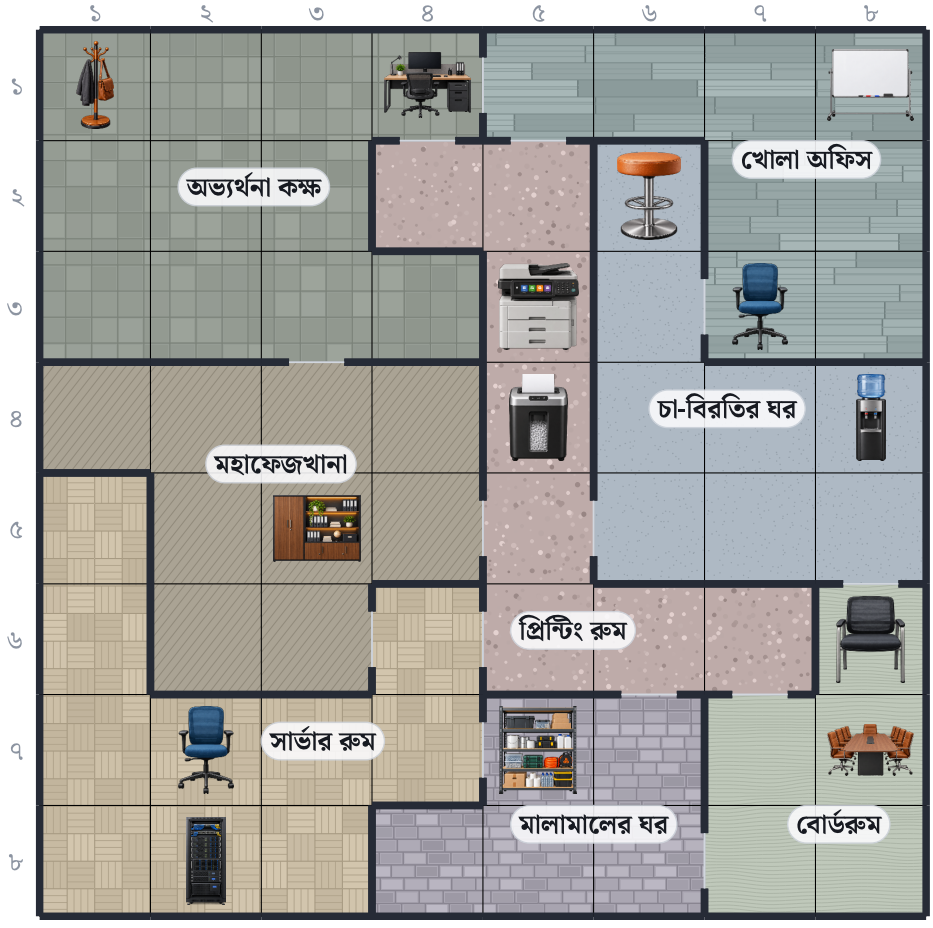
কঠিন

যেভাবে সমাধান করবেন বসা যায় বসা যায় না

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর শুধু নিহতের ঘরটি ধরে খুঁজুন, টেপ ডিসপেনসারটি কার কাছে ছিল।



খুনির নাম _____



৫'৫"

রুমা নাজির

সে সবচেয়ে বড় ঘরটিতে, বাইরের একটি দেয়াল ঘেঁষে, ইমতিয়াজের উত্তরে ছিল।



৫'৮"

সাবরিনা ইমতিয়াজ

লোকে ভরা এক ঘরে খুনটা করা হয় টেপ ডিসপেনসারটি দিয়ে।



৫'২"

ফারিহা জহির

সে সাদেকের পশ্চিমে, ১ নম্বর সারিতে ছিল।



৬'০"

তামিম সালাম

সে চা-বিরতির ঘরে, ইমতিয়াজের পূর্বে ছিল।



৫'১০"

রাহাত শাহজাহান

সে ৭ নম্বর সারিতে, ৪ নম্বর কলামে ছিল।



৫'৬"

রুবিনা সবুর

সে ৬ নম্বর কলামে, নাজিরের উত্তর-পূর্বে ছিল।



৫'৭"

ইয়াসিন সাদেক

সে সার্ভার রুমে ছিল।



৫'৪"

সাথী হাই

সে পঞ্চম কলামে বসেছিল।

প্রমাণ — কার কাছে কী ছিল

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র · অফিসের কাঁচি · আগুন নেভানোর কুড়াল · কার্টন কাটার ছুরি · টেপ ডিসপেনসার · তাকের লোহার ব্র্যাকেট · দ্রাবকের কৌটা · মাল্টিপ্লাগ

- কার্টন কাটার ছুরিটি ৮ নম্বর সারিতে ছিল।
- মাল্টিপ্লাগটি ৬ নম্বর সারিতে ছিল।
- তাকের লোহার ব্র্যাকেটটি ছিল লম্বায় ষষ্ঠ অতিথির হাতে।
- অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি ৪ নম্বর সারিতে ছিল।
- ২ নম্বর কলামের অতিথির কাছে ছিল অফিসের কাঁচিটি।
- ৬ নম্বর কলামের অতিথির কাছে ছিল আগুন নেভানোর কুড়ালটি।
- দ্রাবকের কৌটাটি কখনো সার্ভার রুমের বাইরে যায়নি।

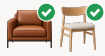
বাগানের নিড়ানি দিয়ে খুন

হাসিবুল কানুনগো মৃত। ঘর দেখে সন্দেহের তালিকা ছোট হয়; শেষ কথা বলে বাগানের নিড়ানিটি।

কেস নম্বর ৯

বিশেষজ্ঞ

যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর শুধু নিহতের ঘরটি ধরে খুঁজুন, বাগানের নিড়ানিটি কার কাছে ছিল।



খুনির নাম _____



৫'২"

ফারহানা নওশাদ

সে ঘুমানোর জন্য ব্যবহৃত একটি ঘরে, বাইরের একটি দেয়াল ঘেঁষে, কানুনগোর উত্তরে ছিল।



৬'০"

মিলন মুকিত

রান্নাঘরেই সে অপেক্ষা করেছিল।



৫'৪"

আঁখি শাহেদ

সপ্তম সারিতেই সে বসেছিল।



৫'১১"

হাসিবুল কানুনগো

অতিথিতে ভরা এক ঘরে নিহতের লাশ পাওয়া যায় বাগানের নিড়ানিটির পাশে।



৫'৬"

বেলাল গালিব

সে মোকাররমের সঙ্গে পড়ার ঘরে, তার দক্ষিণ-পূর্বে বসেছিল।



৫'১০"

এনামুল হাসনাত

তার আসন ছিল গালিবের আসনের পূর্বে।



৫'৯"

জুনায়েদ সুলতান

তার ঠিক পাশেই ছিল একটি রান্নার চুলা।



৫'৫"

নাজনীন মোকাররম

সে ৪ নম্বর কলামে, শাহেদের কোনাকুনি পাশের খোপে ছিল।

প্রমাণ — কার কাছে কী ছিল

আগাছানাশকের কৌটা · আগুন খোঁচানোর শিক · পর্দা বাঁধার আংটা · বাগানের কোদাল · বাগানের নিড়ানি · বাগানের পাইপ · বিদ্যুতের তার · সাইকেলের চেইন

- লম্বায় পঞ্চম অতিথির সঙ্গে ছিল সাইকেলের চেইনটি।
- ১ নম্বর কলামের অতিথির কাছে ছিল পর্দা বাঁধার আংটাটি।
- আগুন খোঁচানোর শিকটি ৬ষ্ঠ কলামে ছিল।
- বাগানের পাইপটি ১ম সারিতে ছিল।
- ৭ নম্বর সারিতে যে বসেছিল, বিদ্যুতের তারটি ছিল তার কাছে।
- ২ নম্বর কলামের অতিথির কাছে ছিল আগাছানাশকের কৌটাটি।
- বাগানের কোদালটি রান্নাঘরে ছিল।

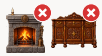
তলোয়ার-লুকানো ছড়ি নিয়ে গোলমাল

রহিম শেখ মারা গেছে অন্যদের সামনেই। বাকিটা বলে দেয় তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি।

কেস নম্বর ১০

বিশেষজ্ঞ

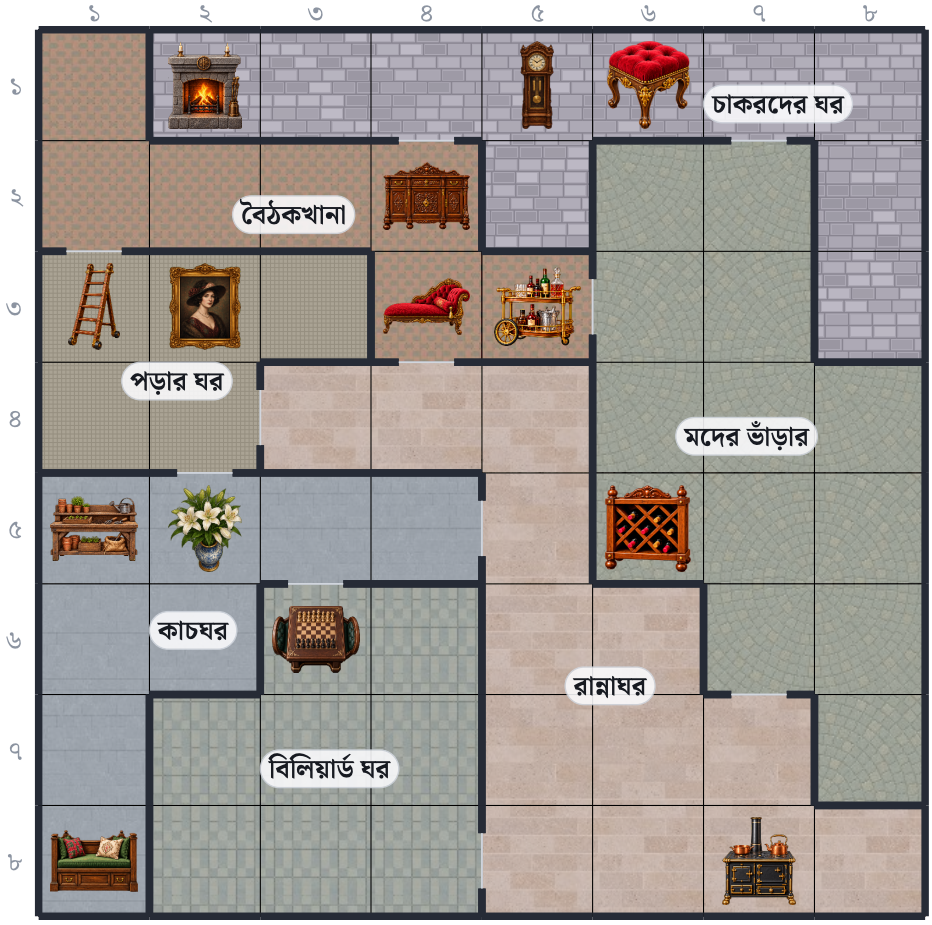
যেভাবে সমাধান করবেন

বসা যায়  বসা যায় না 

১ ৮ জন অতিথির প্রত্যেকে একটি করে খালি খোপে — প্রতিটি সারিতে একজন, প্রতিটি কলামে একজন।

২ এখানে কেউ মিথ্যা বলে না। ফাঁকা কার্ড মানে একটা ফাঁক, যা পূরণ করতে হবে — কোনো গরমিল নয়।

৩ এরপর শুধু নিহতের ঘরটি ধরে খুঁজুন, তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি কার কাছে ছিল।



খুনির নাম _____



৫'৫"

রহিম শেখ

ভিড়ে ঠাসা এক ঘরে তলোয়ার-লুকানো ছড়িটির ঠিক পাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।



৫'০"

নুসরাত মাহমুদ

তার আসন ছিল সবচেয়ে ছোট ঘরটিতে।



৫'৭"

রুমানা জামান

সে ৩ নম্বর কলামে, শেখের পশ্চিমে থেকে গিয়েছিল।



৫'৯"

শাহীন সরকার

সে বসেছিল বাইরের একটি দেয়াল ঘেঁষে, ৮ নম্বর কলামে।



৬'৪"

করিম খন্দকার

সে গাছপালা জন্মানোর একটি ঘরে, মুন্সীর উত্তরে, মাহমুদের পশ্চিমে বসেছিল।



৬'৩"

রুবেল আকন্দ

সে চাকরদের ঘরে, শেখের উত্তর-পূর্বে বসেছিল।



৫'৮"

তানভীর রহমান

সে জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি ঘরে, ৫ নম্বর সারিতে ছিল।



৫'৪"

তানিয়া মুন্সী

সে বিলিয়ার্ড ঘরে, জামানের উত্তরে বসেছিল।

প্রমাণ — কার কাছে কী ছিল

ক্রোকে খেলার মুগুর · ক্ষুর · ঘোড়ার চাবুক · তলোয়ার-লুকানো ছড়ি · দড়ির গোছা · দ্বন্দ্বযুদ্ধের পিস্তল · পিতলের মোমদানি · সিসার পাইপ

- ৮ নম্বর সারির অতিথির কাছে ছিল দড়ির গোছাটি।
- ক্ষুরটি ৮ নম্বর কলামে ছিল।
- ঘোড়ার চাবুকটি চাকরদের ঘরে ছিল।
- তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি ১ নম্বর সারিতে ছিল।

ইঙ্গিত

প্রতিটি ইঙ্গিত আরও একজন অতিথিকে বসায়, ধাঁধাটি আসলে যে ক্রমে খোলে সেই ক্রমে। যতটুকু দরকার, ততটুকুই পড়ুন — যে ধাপে আপনি এখনো পৌঁছাননি, তার ওপর আগের কিছুই নির্ভর করে না।

ধাঁধা ১ — শেষ প্রহরে হুমায়ুন সোহরাব

১. লিপি মুৎসুদ্দী: ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ২ — সোহাগ জাভেদ: এক অদ্ভুত মৃত্যু

১. সেলিনা এমদাদ: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৩ — ফাতেমা মৃধা হত্যাকাণ্ড

১. রাকিব প্রামাণিক: ৬ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৪ — গর্ত খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে গোলমাল

১. শফিক বেগ: ৩ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৫ — ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যান দিয়ে খুন

১. নাজমুল ফজল: ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৬ — রুটি কাটার ছুরি দিয়ে খুন

১. জাকিয়া আশফাক: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৭ — হাতের লাঠির তদন্ত

১. ফাহিমা খুরশিদ: ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৮ — টেপ ডিসপেনসার নিয়ে গোলমাল

১. রাহাত শাহজাহান: ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

ধাঁধা ৯ — বাগানের নিড়ানি দিয়ে খুন

১. নাজনীন মোকাররম: ৬ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ১০ — তলোয়ার-লুকানো ছড়ি নিয়ে গোলমাল

১. তানভীর রহমান: ৫ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

উত্তরমালা

নিচের প্রতিটি সমাধান তার ধাঁধার একমাত্র সঠিক বিন্যাস — অন্য কোনো আসনবিন্যাস সব সূত্রের পরীক্ষায় টেকে না।

ধাঁধা ১ — শেষ প্রহরে হুমায়ুন সোহরাব

খুনি: লিপি মুৎসুদ্দী — বোর্ডরুমে অন্য অতিথি ছিল কেবল একজন: লিপি মুৎসুদ্দী। নিহত: হুমায়ুন সোহরাব, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি দিয়ে খুন।

হুমায়ুন সোহরাব — ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (বোর্ডরুম), সঙ্গে তাকের লোহার ব্র্যাকেটটি

তামিম কিবরিয়া — ২ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (মহাফেজখানা), সঙ্গে ল্যাপটপ চার্জারের তারটি

লিপি মুৎসুদ্দী — ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (বোর্ডরুম), সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি

বর্ষা বশির — ৪ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (মালামালের ঘর), সঙ্গে ভারী স্ট্যাপলারটি

রুমা খাদেম — ৫ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (প্রিন্টিং রুম), সঙ্গে চিনামাটির মগটি

আতিক হেলাল — ৬ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (অভ্যর্থনা কক্ষ), সঙ্গে টোনার কার্তুজটি

মণি হুদা — ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (সার্ভার রুম), সঙ্গে ভারী ফাইল বাইন্ডারটি

কিরণ ওবায়েদ — ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (চা-বিরতির ঘর), সঙ্গে কাচের পুরস্কারটি

যাচাই করা মান: সহজ — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৮টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় একটি একটি করে সূত্র পড়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই — প্রতিটি সূত্র হুবহু মেনে নিয়ে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায়।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া এবং বাদ দেওয়ার পদ্ধতি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৪ ধাপের।

ধাঁধা ২ — সোহাগ জাভেদ: এক অদ্ভুত মৃত্যু

খুনি: মারিয়া বাহার — বড় শোবার ঘরে অন্য অতিথি ছিল কেবল একজন: মারিয়া বাহার। নিহত: সোহাগ জাভেদ, যন্ত্রপাতির টেবিলের হাতুড়িটি দিয়ে খুন।

নাফিস কাশেম — ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (বাথরুম), সঙ্গে ড্রেন পরিষ্কারকের বোতলটি

সেলিনা এমদাদ — ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (বাথরুম), সঙ্গে সাইকেলের চেইনটি

জাহাঙ্গীর আমজাদ — ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (বসার ঘর), সঙ্গে লোহার দরজা-ঠেকনাটি

মিনহাজ আফজাল — ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে হেয়ার ড্রায়ারটি

সোহাগ জাভেদ — ৫ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (বড় শোবার ঘর), সঙ্গে ব্লিচের বোতলটি

মারিয়া বাহার — ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (বড় শোবার ঘর), সঙ্গে যন্ত্রপাতির টেবিলের হাতুড়িটি

ফারহানা ফরহাদ — ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (রান্নাঘর), সঙ্গে পর্দা বাঁধার আংটাটি

শিলা মুকিত — ৮ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (খাবারঘর), সঙ্গে বাগানের পাইপটি

যাচাই করা মান: সহজ — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৮টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় একটি একটি করে সূত্র পড়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই — প্রতিটি সূত্র হুবহু মেনে নিয়ে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায়।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া এবং বাদ দেওয়ার পদ্ধতি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৩ ধাপের।

ধাঁধা ৩ — ফাতেমা মৃধা হত্যাকাণ্ড

খুনি: করিম সরকার — চাকরদের ঘরে অন্য অতিথি ছিল কেবল একজন: করিম সরকার। নিহত: ফাতেমা মৃধা, পিতলের মোমদানিটি দিয়ে খুন।

সুমাইয়া হক — ১ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে লডেনামের শিশিটি

সাদিয়া আক্তার — ২ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে ক্রোকে খেলার মুগুরটি

জাহিদ জামান — ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (বিলিয়ার্ড ঘর), সঙ্গে ক্ষুরটি

নাসরিন ভূঁইয়া — ৪ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (পাঠাগার), সঙ্গে কাচের পেপারওয়েটটি

ফাতেমা মৃধা — ৫ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (চাকরদের ঘর), সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পিস্তলটি

রাকিব প্রামাণিক — ৬ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (মদের ভাঁড়ার), সঙ্গে ফাঁসের তারটি

করিম সরকার — ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (চাকরদের ঘর), সঙ্গে পিতলের মোমদানিটি

ফাহিম খন্দকার — ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (মদের ভাঁড়ার), সঙ্গে লোহার শিকটি

যাচাই করা মান: মাঝারি — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (১৩টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্র যা বাদ দেয় তা কেটে দিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “মাঝারি” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া এবং বাদ দেওয়ার পদ্ধতি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ১ ধাপের।

ধাঁধা ৪ — গর্ত খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে গোলমাল

খুনি: রেহানা আজাদ — খড়ের মাচায় অন্য অতিথি ছিল কেবল একজন: রেহানা আজাদ। নিহত: পারভীন মোড়ল, গর্ত খোঁড়ার যন্ত্রটি দিয়ে খুন।

পারভীন মোড়ল — ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (খড়ের মাচা), সঙ্গে কুড়ালের হাতলটি

রত্না পাটোয়ারী — ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (বড় গোলাঘর), সঙ্গে কাস্তেটি

শফিক বেগ — ৩ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (ভাঁড়ারঘর), সঙ্গে খড় টানার আংটাটি

রেহানা আজাদ — ৪ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (খড়ের মাচা), সঙ্গে গর্ত খোঁড়ার যন্ত্রটি

দেলোয়ার মল্লিক — ৫ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (বড় গোলাঘর), সঙ্গে ঘোড়ার নালটি

ইমরান গাজী — ৬ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (দুধ দোয়ানোর ঘর), সঙ্গে কেরোসিনের ডিব্বাটি

বাবুল আনসারী — ৭ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (যন্ত্রপাতির ছাউনি), সঙ্গে বেলচাটি

শাহনাজ চাকলাদার — ৮ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (সবজি বাগান), সঙ্গে ভেড়া ধোয়ার ওষুধের বোতলটি

যাচাই করা মান: মাঝারি — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (১০টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্র যা বাদ দেয় তা কেটে দিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “মাঝারি” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া এবং বাদ দেওয়ার পদ্ধতি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ১ ধাপের।

ধাঁধা ৫ — ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যান দিয়ে খুন

খুনি: নাজমুল ফজল — চিকিৎসাকেন্দ্রে অন্য অতিথি ছিল কেবল একজন: নাজমুল ফজল। নিহত: অনিক কুদ্দুস, ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যানটি দিয়ে খুন।

অনিক কুদ্দুস — ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (চিকিৎসাকেন্দ্র), সঙ্গে লোহার ডেকচিটি

মোস্তাক রেজা — ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (ক্যাম্পফায়ারের চত্বর), সঙ্গে কাঠের বৈঠাটি

নাজমুল ফজল — ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (চিকিৎসাকেন্দ্র), সঙ্গে ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যানটি

শিউলি আউয়াল — ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (তীরন্দাজির মাঠ), সঙ্গে আগুন খোঁচানোর শিকটি

নাহিদ সাত্তার — ৫ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (হাতের কাজের ঘর), সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের বৈঠাটি

নাসিমা মতিন — ৬ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (খাবারের তাঁবু), সঙ্গে তীরটি

তাহেরা জামাল — ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (নৌকাঘর), সঙ্গে চুলার জ্বালানির বোতলটি

শাহীনা আজিজ — ৮ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (গুদামঘর), সঙ্গে সংকেত দেওয়ার ফ্লেয়ারটি

যাচাই করা মান: মাঝারি — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (১৩টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্র যা বাদ দেয় তা কেটে দিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “মাঝারি” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া এবং বাদ দেওয়ার পদ্ধতি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ১ ধাপের।

ধাঁধা ৬ — রুটি কাটার ছুরি দিয়ে খুন

খুনি: জাকিয়া আশফাক — রুটি কাটার ছুরিটি যার কাছে ছিল, সে জাকিয়া আশফাক। নিহত: রাসেল তরফদার, রুটি কাটার ছুরিটি দিয়ে খুন।

রাসেল তরফদার — ১ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (পাকশালা), সঙ্গে অ্যাপ্রনের ফিতাটি

জাকিয়া আশফাক — ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (পাকশালা), সঙ্গে রুটি কাটার ছুরিটি

মারুফ ইমাম — ৩ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (শোবার ব্যারাক), সঙ্গে চুলা পরিষ্কারকের কৌটাটি

আবির ইদ্রিস — ৪ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (বাসন ধোয়ার ঘর), সঙ্গে মাংসের চাপাতিটি

ইমন আহসান — ৫ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (হিমঘর), সঙ্গে ভারী ফ্রাইপ্যানটি

বিপ্লব জোয়ার্দার — ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (বয়লার ঘর), সঙ্গে মাংস থেঁতো করার হাতুড়িটি

আনোয়ারা ফেরদৌস — ৭ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (বয়লার ঘর), সঙ্গে বেলুনটি

জোবায়দা হায়দার — ৮ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (ভোজনশালা), সঙ্গে মেসের টিনের বাটিটি

যাচাই করা মান: কঠিন — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (১৩৩টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্রগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটি মিলিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই "কঠিন" মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া, বাদ দেওয়ার পদ্ধতি এবং সম্পর্ক ধরে যুক্তি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৩ ধাপের।

ধাঁধা ৭ — হাতের লাঠির তদন্ত

খুনি: ফাহিমা খুরশিদ — হাতের লাঠিটি যার কাছে ছিল, সে ফাহিমা খুরশিদ। নিহত: নীলা খায়ের, হাতের লাঠিটি দিয়ে খুন।

পলাশ মোশাররফ — ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (খাবারঘর), সঙ্গে ছবি ঝোলানোর তারটি

নীলা খায়ের — ২ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (হোটেলের রান্নাঘর), সঙ্গে স্টিম ইস্ত্রিটি

ফাহিমা খুরশিদ — ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (হোটেলের রান্নাঘর), সঙ্গে হাতের লাঠিটি

শামীম শফি — ৪ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (খাবারঘর), সঙ্গে রেশমি মোজাটি

মাহিয়া বাতেন — ৫ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (লবি), সঙ্গে চিঠি কাটার ছুরিটি

তাসনিম ওয়াজেদ — ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (লবি), সঙ্গে ইথারের বোতলটি

আনিকা তৌহিদ — ৭ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (অভ্যর্থনা ডেস্ক), সঙ্গে টুপির পিনটি

নজরুল মনসুর — ৮ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (অতিথি স্যুট), সঙ্গে ওক কাঠের দরজা-ঠেকনাটি

যাচাই করা মান: কঠিন — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৫৪৮টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্রগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটি মিলিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই "কঠিন" মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া, বাদ দেওয়ার পদ্ধতি এবং সম্পর্ক ধরে যুক্তি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৩ ধাপের।

ধাঁধা ৮ — টেপ ডিসপেনসার নিয়ে গোলমাল

খুনি: তামিম সালাম — তামিম সালাম ছিল চা-বিরতির ঘরে, আর সেখানে টেপ ডিসপেনসারটি ছিল

কেবল তারই কাছে। নিহত: সাবরিনা ইমতিয়াজ, টেপ ডিসপেনসারটি দিয়ে খুন।

ফারিহা জহির — ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (অভ্যর্থনা কক্ষ), সঙ্গে অফিসের কাঁচিটি

রুবিনা সবুর — ২ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (চা-বিরতির ঘর), সঙ্গে আগুন নেভানোর কুড়ালটি

রুমা নাজির — ৩ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (অভ্যর্থনা কক্ষ), সঙ্গে তাকের লোহার ব্র্যাকেটটি

সাবরিনা ইমতিয়াজ — ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (চা-বিরতির ঘর), সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি

তামিম সালাম — ৫ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (চা-বিরতির ঘর), সঙ্গে টেপ ডিসপেনসারটি

সাথী হাই — ৬ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (প্রিন্টিং রুম), সঙ্গে মাল্টিপ্লাগটি

রাহাত শাহজাহান — ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (সার্ভার রুম), সঙ্গে দ্রাবকের কৌটাটি

ইয়াসিন সাদেক — ৮ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (সার্ভার রুম), সঙ্গে কার্টন কাটার ছুরিটি

যাচাই করা মান: কঠিন — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৪৫টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় সূত্রগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটি মিলিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “কঠিন” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া, বাদ দেওয়ার পদ্ধতি এবং সম্পর্ক ধরে যুক্তি। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৩ ধাপের।

ধাঁধা ৯ — বাগানের নিড়ানি দিয়ে খুন

খুনি: নাজনীন মোকাররম — নাজনীন মোকাররম ছিল পড়ার ঘরে, আর সেখানে বাগানের নিড়ানিটি ছিল কেবল তারই কাছে। নিহত: হাসিবুল কানুনগো, বাগানের নিড়ানিটি দিয়ে খুন।

এনামুল হাসনাত — ১ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (বাথরুম), সঙ্গে বাগানের পাইপটি

ফারহানা নওশাদ — ২ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (বড় শোবার ঘর), সঙ্গে পর্দা বাঁধার আংটাটি

মিলন মুকিত — ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (রান্নাঘর), সঙ্গে বাগানের কোদালটি

জুনায়েদ সুলতান — ৪ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (রান্নাঘর), সঙ্গে আগুন খোঁচানোর শিকটি

হাসিবুল কানুনগো — ৫ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে আগাছানাশকের কৌটাটি

নাজনীন মোকাররম — ৬ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে বাগানের নিড়ানিটি

আঁখি শাহেদ — ৭ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (গ্যারেজ), সঙ্গে বিদ্যুতের তারটি

বেলাল গালিব — ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে সাইকেলের চেইনটি

যাচাই করা মান: বিশেষজ্ঞ — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৮,৯১৬টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় প্রমাণ থেকে আবার আসনবিন্যাসে ফিরে গিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “বিশেষজ্ঞ” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া, বাদ দেওয়ার পদ্ধতি, সম্পর্ক ধরে যুক্তি এবং প্রমাণ মিলিয়ে দেখা। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৫ ধাপের।

ধাঁধা ১০ — তলোয়ার-লুকানো ছড়ি নিয়ে গোলমাল

খুনি: রুবেল আকন্দ — রুবেল আকন্দ ছিল চাকরদের ঘরে, আর সেখানে তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি ছিল কেবল তারই কাছে। নিহত: রহিম শেখ, তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি দিয়ে খুন।

রুবেল আকন্দ — ১ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম (চাকরদের ঘর), সঙ্গে তলোয়ার-লুকানো ছড়িটি

রহিম শেখ — ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম (চাকরদের ঘর), সঙ্গে ঘোড়ার চাবুকটি

শাহীন সরকার — ৩ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম (চাকরদের ঘর), সঙ্গে ক্ষুরটি

নুসরাত মাহমুদ — ৪ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম (পড়ার ঘর), সঙ্গে সিসার পাইপটি

তানভীর রহমান — ৫ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম (মদের ভাঁড়ার), সঙ্গে পিতলের মোমদানিটি

করিম খন্দকার — ৬ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম (কাচঘর), সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পিস্তলটি

তানিয়া মুন্সী — ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম (বিলিয়ার্ড ঘর), সঙ্গে ক্রোকে খেলার মুগুরটি

রুমানা জামান — ৮ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম (বিলিয়ার্ড ঘর), সঙ্গে দড়ির গোছাটি

যাচাই করা মান: বিশেষজ্ঞ — একটিই সমাধান, শুধু যুক্তি দিয়েই পৌঁছানো যায়।

ঠিক একটি আসনবিন্যাসই সব সূত্র মেনে চলে — প্রমাণিত, ধরে নেওয়া নয়। সূত্র মেনে আর যত বিন্যাস হতে পারে, খুঁজে খুঁজে তার প্রতিটি বাদ দেওয়া হয়েছে (৭৭টি যাচাই করার পর কেবল একটিই টিকে ছিল)।

এটি সমাধান করা যায় প্রমাণ থেকে আবার আসনবিন্যাসে ফিরে গিয়ে, কোথাও আন্দাজ ছাড়াই। এর চেয়ে সহজ কোনো উপায়ে এটি সমাধান করা যায় না — তাই “বিশেষজ্ঞ” মাত্রাটি কারও মতামত নয়, মেপে দেখা ফল।

যে কৌশল লাগে: সরাসরি পড়া, বাদ দেওয়ার পদ্ধতি, সম্পর্ক ধরে যুক্তি এবং প্রমাণ মিলিয়ে দেখা। একটির পর একটি টানা সিদ্ধান্তের সবচেয়ে লম্বা ধারা ৪ ধাপের।

প্রতিটি ধাঁধা যেভাবে সমাধান হয়

প্রতিটি কেস সমাধানের একটি পথ, ধাপে ধাপে। এটাই একমাত্র ক্রম নয় — তবে এই ক্রমে এগোলে সমাধান মেলে: প্রতিটি ধাপের পেছনে সূত্রের প্রমাণ আছে, কোথাও আন্দাজের দরকার নেই।

ধাঁধা ১ — শেষ প্রহরে হুমায়ুন সোহরাব

১. লিপি মুৎসুদ্দী: ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. বর্ষা বশির: ৪ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৩. মণি হুদা: ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৪. তামিম কিবরিয়া: ২ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. আতিক হেলাল: ৬ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. কিরণ ওবায়েদ: ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. রুমা খাদেম: ৫ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. হুমায়ুন সোহরাব: ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ২ — সোহাগ জাভেদ: এক অদ্ভুত মৃত্যু

১. সেলিনা এমদাদ: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. জাহাঙ্গীর আমজাদ: ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৩. ফারহানা ফরহাদ: ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৪. মারিয়া বাহার: ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. নাফিস কাশেম: ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. শিলা মুকিত: ৮ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. মিনহাজ আফজাল: ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. সোহাগ জাভেদ: ৫ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৩ — ফাতেমা মৃধা হত্যাকাণ্ড

১. রাকিব প্রামাণিক: ৬ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ

বাদ পড়ে।

২. করিম সরকার: ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৩. সুমাইয়া হক: ১ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৪. সাদিয়া আক্তার: ২ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. নাসরিন ভূঁইয়া: ৪ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. ফাতেমা মৃধা: ৫ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. ফাহিম খন্দকার: ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. জাহিদ জামান: ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৪ — গর্ত খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে গোলমাল

১. শফিক বেগ: ৩ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. দেলোয়ার মল্লিক: ৫ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৩. ইমরান গাজী: ৬ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৪. শাহনাজ চাকলাদার: ৮ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৫. রত্না পাটোয়ারী: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. পারভীন মোড়ল: ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. রেহানা আজাদ: ৪ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. বাবুল আনসারী: ৭ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৫ — ভালুক তাড়ানোর স্প্রের ক্যান দিয়ে খুন

১. নাজমুল ফজল: ৩ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. নাসিমা মতিন: ৬ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৩. শাহীনা আজিজ: ৮ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৪. মোস্তাক রেজা: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. শিউলি আউয়াল: ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. নাহিদ সাত্তার: ৫ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. অনিক কুদ্দুস: ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. তাহেরা জামাল: ৭ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৬ — রুটি কাটার ছুরি দিয়ে খুন

১. জাকিয়া আশফাক: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. জোবায়দা হায়দার: ৮ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

৩. আনোয়ারা ফেরদৌস: ৭ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৪. মারুফ ইমাম: ৩ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. বিপ্লব জোয়ার্দার: ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. রাসেল তরফদার: ১ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. আবির ইদ্রিস: ৪ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৮. ইমন আহসান: ৫ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৭ — হাতের লাঠির তদন্ত

১. ফাহিমা খুরশিদ: ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. তাসনিম ওয়াজেদ: ৬ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৩. মাহিয়া বাতেন: ৫ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৪. পলাশ মোশাররফ: ১ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৫. নজরুল মনসুর: ৮ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৬. নীলা খায়ের: ২ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. শামীম শফি: ৪ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. আনিকা তৌহিদ: ৭ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৮ — টেপ ডিসপেনসার নিয়ে গোলমাল

১. রাহাত শাহজাহান: ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — নিজের সূত্রেই সরাসরি তা বলা আছে।

২. ইয়াসিন সাদেক: ৮ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৩. ফারিহা জহির: ১ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৪. রুবিনা সবুর: ২ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৫. রুমা নাজির: ৩ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. তামিম সালাম: ৫ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৭. সাবরিনা ইমতিয়াজ: ৪ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৮. সাথী হাই: ৬ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ৯ — বাগানের নিড়ানি দিয়ে খুন

১. নাজনীন মোকাররম: ৬ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

২. বেলাল গালিব: ৮ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৩. মিলন মুকিত: ৩ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৪. ফারহানা নওশাদ: ২ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৫. জুনায়েদ সুলতান: ৪ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — প্রমাণ বলে দেয় কার কাছে কী ছিল, আর তাতেই জায়গা ঠিক হয়ে যায়।

৬. আঁখি শাহেদ: ৭ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৭. এনামুল হাসনাত: ১ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — প্রমাণ বলে দেয় কার কাছে কী ছিল, আর তাতেই জায়গা ঠিক হয়ে যায়।

৮. হাসিবুল কানুনগো: ৫ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

ধাঁধা ১০ — তলোয়ার-লুকানো ছড়ি নিয়ে গোলমাল

১. তানভীর রহমান: ৫ নম্বর সারি, ৭ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

২. রুবেল আকন্দ: ১ নম্বর সারি, ৬ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৩. নুসরাত মাহমুদ: ৪ নম্বর সারি, ২ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৪. করিম খন্দকার: ৬ নম্বর সারি, ১ নম্বর কলাম — নিজের সূত্র আরেক অতিথির সূত্রের সঙ্গে মেলালে একটিই খোপ বাকি থাকে।

৫. তানিয়া মুন্সী: ৭ নম্বর সারি, ৪ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।

৬. রহিম শেখ: ২ নম্বর সারি, ৫ নম্বর কলাম — প্রমাণ বলে দেয় কার কাছে কী ছিল, আর তাতেই জায়গা ঠিক হয়ে যায়।

৭. রুমানা জামান: ৮ নম্বর সারি, ৩ নম্বর কলাম — প্রমাণ বলে দেয় কার কাছে কী ছিল, আর তাতেই জায়গা ঠিক হয়ে যায়।

৮. শাহীন সরকার: ৩ নম্বর সারি, ৮ নম্বর কলাম — অন্যদের যেখানে থাকতেই হবে, তাতে বাকি সব খোপ বাদ পড়ে।